ইক্যুইটিবিডি ও সিএসআরএল আয়োজিত জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক জাতীয় সেমিনার, ২৭ মে ২০১০, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক মালিকানা

নাগরিক সমাজের ভাবনা ও প্রস্তাবনা

১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও দেশের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জঃ** জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ সম্পর্কিত বহুমাত্রিক প্রভাব বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্যোগ ও দুর্দশাগ্রস্থ দেশে পরিণত হতে চলছে। ইতোমধ্যে ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ উপকূলভাগে আঘাত হানা সাইক্লোন সিডর-এর ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা, একই বছরে দেশের বেশীরভাগ অঞ্চলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংগঠিত দু'দু'টি বন্যার দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং ২০০৯-এ সংগঠিত সাইক্লোন আইলার দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এটাই প্রমাণ করেছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্যোগ ও দুর্দশাগ্রস্থ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়ার পাশাপাশি দেশের খাদ্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে আশংকাজনক ভাবে, রোগ জীবানুর সংক্রমণ তীব্রতর হবে, বাড়বে দারিদ্র ও পুষ্টিহীনতা।

২. **জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপখাওয়ানো, প্রয়োজন যৌক্তিক বিনিয়োগঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ অর্থাৎ বায়ুমন্ডলে অতিমাত্রায় কার্বন নিঃসরণের হার কমানোর জন্য উদ্যোগ মূলত একটি, তা হল মিটিগেশন অর্থাৎ নিঃসরনের মাত্রা কমানো। আবার কার্বন নিঃসরণের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনলেও ইতোমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কার্বনের প্রভাবে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট চরম ঘটনা বা দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা বাড়তে থাকবে। ফলে এ সমস্ত দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর এই উভয় পন্থা অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও খাপখাওয়ানো'র জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও হস্তান্তরের এবং এসবকিছুর জন্যই প্রয়োজন যথাযথ অর্থায়ন ও যৌক্তিক বিনিয়োগ।

৩. **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন-একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগঃ** ২০০৭ সালে সংঘটিত সাইক্লোন সিডর-এ প্রাণ হারায় প্রায় ৪ হাজার নর-নারী-শিশু। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় প্রায় ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৭ সালের বন্যা ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন আইলায় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয় যথাক্রমে প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জলবায়ু পরিবর্তনের এসব নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় এ পরিবর্তনের জন্য দায়ী উন্নত দেশসমূহ হতে প্রয়োজনীয় সাড়া ও সহযোগিতা আমরা পাইনি। জলবায়ু পরিবর্তন অর্থায়নে আন্তর্জাতিক তহবিলের প্রয়োজনীয় যোগান না থাকায় সরকার ইতিমধ্যে নিজস্ব তহবিল থেকে ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে, যা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

৪. **তহবিল ব্যবস্থাপনার বড় চ্যালেঞ্জঃ দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতাঃ** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে সকল দেশ ক্ষতিগ্রস্থ হবে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আর তাই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট নেতিবাচক পরিস্থিতির সাথে খাপ-খাওয়ানো এবং এ সম্পর্কিত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক তহবিল যোগানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে তহবিল যোগানের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি বরাবরই সামনে চলে আসে তা হল- সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তহবিলের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার। এবং এর জন্য প্রয়োজন, তহবিলে ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা- যার ঘাটতি আমাদের রয়েছে। তহবিল ব্যবস্থাপণার এ দুর্বলতাকে পুঁজি করে দেশের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ (বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন) 'মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড' ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাংক-কে সম্পৃক্ত করার শর্ত জুড়ে দিয়েছিল। জলবায়ু অর্থায়নে দেশের উন্নয়ন সহযোগীদের এ অবস্থানের বিরুদ্ধে ইক্যুইটিবিডি ও সি.এস আর এল সরাসরি অবস্থান নিয়েছে। দাতা সংস্থার তহবিল বিশ্বব্যাংককে না দেওয়ার জন্য দেশের ভেতরে ও বাইরে আন্দোলন করেছে।

ইক্যুইটিবিডি এবং সি.এস আর এল সরকার প্রদত্ত জলবায়ু তহবিলের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার সংক্রান্ত উদ্বেগ ও মতামত গণমাধ্যমের মাধ্যমে সরকারের কাছে তুলে ধরতে চায়, কারণ প্রথমত এই টাকাগুলো জনগণের টাকা এবং এর যথার্থ ব্যবহার সকলের কাম্য।

৫. **অর্থায়নের ঘোষিত প্রক্রিয়া গতানুগতিকঃ** জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড -এ বরাদ্দকৃত ৭০০ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ২০০ কোটি টাকা বিভিন্ন এনজিওদের বরাদ্দ দেয়া হবে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এনজিওদের কাছ থেকে প্রকল্প প্রস্তাবণা আহ্বান করা হয়েছে। প্রায় ৫০০০ টি এনজিও প্রকল্প প্রস্তাবণা দাখিল করেছে। উল্লেখিত সরকারি বরাদ্দ থেকে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও এনজিওদের-কে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে বরাদ্দ দেয়া হবে তার জন্য গাতানুগতিক ধারায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা আহবান করা হয়েছে। আমরা মনে করি এক্ষেত্রে, পুর্বাহ্নেই সরকারের তরফ হতে দেশের সবচেয়ে Vulnerable এলাকা নির্ধারণ পূর্বক Vulnerability Index করা প্রয়োজন ছিল। সেই এলাকার অবস্থা ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উক্ত

এলাকার সংশ্লিষ্ট এনজিওদের সাথে আলোচনা করা উচিত ছিল। একইভাবে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটাও নিশ্চিত করা উচিত ছিল যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেবার আগে এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সাথে আলোচনা করবে। জনগণের চাহিদাগুলো চিহ্নিত করবে। এটা হয়নি বলে আমরা আশংকা করছি যে, প্রকল্পগুলোতে কোন নতুনত্ব থাকবেনা যা কিনা পূর্বের ধারাবাহিক প্রকল্পগুলোর মতোই গতানুগতিক। ফলে পুরো প্রক্রিয়াটিতে নতুনত্বের কোন অবকাশ থাকলো না।

৬. **প্রস্তাবনা বাছাই পদ্ধতি, ভাল প্রস্তাবনা না ভাল এনজিও:** যেভাবে প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়েছে ও প্রস্তাবনা বাছাই করা হবে তাতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যারা ভাল প্রস্তাবনা তৈরি করবে, তাদেরকেই অর্থায়নের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত করা হবে। কিন্তু, ক. এনজিওটির আদৌ মাঠ পর্যায়ে কর্মকান্ড রয়েছে কিনা, খ. তার Governance কি রকম, গ. এনজিওটির সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতা আছে কিনা, ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি Critical, এখানে Innovation এর ব্যাপার রয়েছে, এনজিওটির আদৌ Innovation এর সক্ষমতা রয়েছে কিনা। উপরোক্ত বিষয়গুলো দেখার কোন অবকাশ থাকলো না। এর ফলে মূলত জনগণের কোন লাভ হবে না, লাভ হবে মূলত ঢাকা শহরের গুটি কয়েক ভাল প্রস্তাবনা লেখকের। আমরা মনে করি যে, বর্তমান এনজিও চালচিত্রের কারণে ভাল প্রস্তাবনা নয়; প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট Criteria এর ভিত্তিতে ভালো এনজিও নির্বাচন।

৭. **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নয়ন, প্রয়োজন তহবিল ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা:** এটা দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের বাইরে যেখানে আলাদা স্বশাসিত ফাউন্ডেশন করা হয়েছে (উদাহরণ স্বরূপ PKSF ও IDCOL) সেখানেই অত্যন্ত দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে এনজিওদের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে এনজিওদের যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, সেখানেই দুর্নীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে।

আমরা জলবায়ু তহবিলের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের প্রভাবমুক্ত স্বায়ত্বশাসিত ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার দাবী করছি। যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বোর্ডে খ্যতিসম্পন্ন, সৎ ও নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরা থাকবেন, যা গঠিত হবে Democratic Ownership এর (অর্থাৎ যেখানে সরকার, নাগরিক সমাজ, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও গনমাধ্যম সবার প্রতিনিধিত্ব থাকবে) আলোকে। এটা শুধুমাত্র Government ownership হবে না। উক্ত ফাউন্ডেশনের নিজস্ব গবেষণা, মনিটরিং, অডিট, অর্থ নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কর্মী থাকবে। উক্ত ফাউন্ডেশন শুধু অর্থ-ই বিতরণ করবে না, সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিংও করবে, নিত্য নতুন ধারণাকে উৎসাহিত করবে এবং অন্যান্য উৎস থেকে তহবিলও সংগ্রহ করবে।

আমরা মনে করি যে, এভাবেই সরকার জলবায়ু তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সৎ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিতাপূর্ণ এবং উদ্ভাবনশীল দৃষ্টান্ত তৈরি করবে, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্যও অনুকরণীয় হবে।

আয়োজক সংগঠন:

ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ, ইক্যুইটিবিডি
বাড়ি ৯/৪, সড়ক ২. শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭,
ওয়েব সাইট : www.equitybd.org

ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড, সিএসআরএল
বাড়ি ৪, সড়ক ৩, ব্লক-আই
বনানী, ঢাকা